সংবাদ

তারিখ . 20.MAR.2016... ...
পৃষ্ঠা ২...২... কলাম.... ১ ......

শত বছরেও জাতীয়করণ হয়নি আলমডাঙ্গা পাইলট বিদ্যালয়

<u>আব্দুস সালাম, আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা)</u>

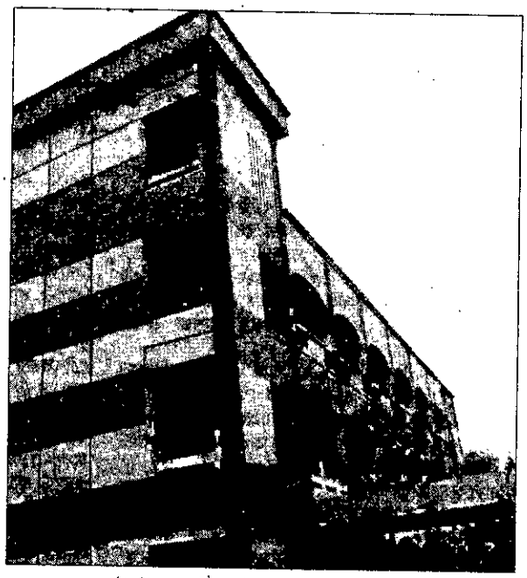

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা সদরে আলমডাঙ্গা বহুমুখী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও আজও জাতীয়করণ করা হয়নি। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হলে নতুন করে কোন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হবে না। বিদ্যালয়ের জাতীয়করণের সব ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ রয়েছে। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হলে পাল্টে যাবে এ জনপদের উন্নয়নের আরও একটি চিত্র।

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় *-সংবাদ*

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে আলমডাঙ্গা মফস্বলের গোড়াপত্তন শুরু হয়। আলমডাঙ্গায় অঞ্চলে রেললাইন স্থাপনকে কেন্দ্র করে। শহরের পুরাতন মোকামে (বর্তমানে রথতলা) এতদাঞ্চলের সবচে বড়বাজার বসে। আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন কেন্দ্রিক পুরাতন মোকামের দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসার আকর্ষণে আশপাশের এলাকা থেকে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ছুটে আসতে থাকে আলমডাঙ্গায়। মাত্র কয়েক বছরেই আলমডাঙ্গা ব্যবসা সফল এলাকা ,হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠে। এর অব্যবহিত পরই নব্য এলিট শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগীরা চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ঐতিহ্যবাহী আলমডাঙ্গা বহুমুখী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি। কুষ্টিয়া মিরপুরের আমলার তৎকালীন জমিদার নীল মাধব সাহা ও ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত জমিদার এসকে সরকার। তিনি ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্যালয়টির কিংবদন্তি তুল্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত আব্দুল জব্বার। এই অমিত প্রতিভা ধর ব্যক্তি ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল অবধি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত হন। ভূষিত করা হয় স্বর্ণপদকে। তার সময়কে এ বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ আখ্যায়িত করা হয়। এই বিদ্যাপীঠের রবি, হালিম, শহীদ সহ একঝাঁক শিক্ষার্থী বলে, বিদ্যালয়ের লেখা পড়ার মান খুবই ভালো। তা ছাড়া রয়েছে বিদ্যালয়ে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ। অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণের নিয়মাবলী। ম্যানেজিং কমিটির নজরদারিসহ নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতির জোর তাগিদ রয়েছে। প্রতিদিন ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত না থাকালে অভিভাবক মহলে তলব পড়ে। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা এই বিদ্যাপীঠে আছে শিক্ষার সব উপকরণ। এলাকাবাসী মতো আমরাও চাই বিদ্যালয়টি সরকারি করণের। প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খাঁন বলেন, বিদ্যালয়টি বর্তমানে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। শহরেই এটিম ও বিটিম নামে বিদ্যালয়ের নিজস্ব দুটি খেলার মাঠ রয়েছে। এছাড়াও শহীদ মিনার মাঠসহ রয়েছে কয়েক শ' কোটি টাকা মূল্যের প্রায় সোয়া ৯ একর জমি। প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা করছে। ২৮ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী রয়েছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র পরবর্তীকালে শিক্ষক মরহুম শহীদুল্লাহ ওল্টু ছিলেন ভাষাসৈনিক। অনেক শিক্ষার্থী মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। আলমডাঙ্গা অঞ্চলের সর্বাধিক পুরোনো এ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী শিক্ষার দেয়ালি জ্বালিয়েছে ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে। এখনও এলাকার সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞালোকদীপ্ত বাতিঘর হিসেবে পরিগণিত বিদ্যালয়টি এরপর থেকে আজ অবধি শতাধিক বছর ধরে এতদাঞ্চলে জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে আলো ছড়িয়ে আসছে। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হলে নতুন করে কোন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হবে না। বিদ্যালয়ের জাতীয়করণের সব ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ রয়েছে। প্রতি বছর এসএসসিও জেএসসির ফলাফল ভালো। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হলে পাল্টে যাবে এ জনপদের উন্নয়নের আরও একটি চিত্র। এতদাঞ্চলের সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সরকারিকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি জোরালো ভাবে সুদৃষ্টি কামনা করছি।